দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 AUG 2009

তথ্য প্রযুক্তি বিস্তারে উদ্যোগ

গাজীপুরে হবে বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

॥ রফিকুল বাসার ॥

বাংলাদেশকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক গন্ডির মধ্যে আনতে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আগামী ৫ বছরের জন্য এই খাতে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ জন্য একটি মহাপরিকল্পনাও তৈরী করেছে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে নতুনভাবে গাজীপুরে হচ্ছে বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। হবে হাইটেক পার্ক, আইটি ভিলেজ। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার সেন্টার স্থাপন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সব মিলে হবে কয়েক হাজার বেকারের কর্মসংস্থান।

বিজ্ঞান মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তারে ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে একশ' কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। পর্যায়ক্রমে আরো বরাদ্দ পাওয়া গেলে আরো কাজ করা হবে।

প্রতিটি বিভাগে আইটি ভিলেজ স্থাপন করা হবে। আইটি সংক্রান্ত সব ধরনের সুযোগ সুবিধা এই ভিলেজে থাকবে। আন্তর্জাতিক মানের এই আইটি ভিলেজ করতে ২৫০ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে। আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে এসব আইটি ভিলেজ স্থাপন করা হবে। এছাড়া ঢাকার মহাখালীতে স্থাপন করা হবে অত্যাধুনিক আইটি ভিলেজ। চলতি বছরেই এর কাজ শুরু হবে। শেষ হবে ২০১৩ সালে। এ প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে ২৭২ কোটি টাকা।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে স্থাপন করা হবে হাইটেক পার্ক। এর প্রথম পর্যায় আগামী বছর শেষ হবে। এ বছর এই প্রকল্পে ২৬ কোটি(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারে

(প্রথম পৃঃ পর)

৮৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্প শেষ হবে ২০১২ সালে। গাজীপুরেই আন্তর্জাতিক মানের আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় অন্ততঃ দুটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ৬৪ জেলার ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। শুধু জেলা পর্যায়ে নয় উপজেলা পর্যায় পর্যন্তও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য এখনো কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এ জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা হবে।

বাংলায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টিতে কাজ করতে যাচ্ছে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। আরো গবেষণার জন্য নেয়া হচ্ছে পরিকল্পনা। আইসিটিতে বাংলা ভাষার প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় জাদুঘরকে ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রাথমিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৫টি কল সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। বাগেরহাটের রামপালে, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে, রংপুরের তারাগঞ্জে, সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আখাউড়ায় কল সেন্টার স্থাপন করা হবে। এসব কল সেন্টার থেকে যে কেউ ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। বেসরকারিভাবে এগুলো পরিচালনা করা হবে। নামে মাত্র একটা ফি দিয়ে ব্যবহার করা যাবে নেট ও কম্পিউটার সুবিধা।

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান ইত্তেফাককে বলেন, আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি। আগামী ২ বছরের মধ্যে সরকারি সব সাচিবিক কাজ কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হবে। এজন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসহ নানা কাজ শুরু করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় আমরা পৌছাতে চাই। সাধারণ মানুষ যেন তার ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে সেজন্যই কাজ করছি। গ্রামের মানুষের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা পৌছে দিতে কাজ করছি। আবার লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে যেন মানুষের মধ্যে পার্থক্যটা বেড়ে না যায়।